

Target NET-JRF &
SET 2021

বাংলা NET-SET ONLINE COURSE

‘পথের পাঁচালী’ - থেকে একটি ডেমো নোট (আংশিক)

COURSE Details নীচে নোটটির শেষে দেওয়া আছে।

Subject + General Paper

With **BAIO**

পথের পাঁচালী

(পার্ট-১)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থকারে প্রকাশ-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পত্রিকা - বিচিত্রা পত্রিকা উৎসর্গ-পিতৃদেবকে রচনাস্থান-বড়বাসা, ভাগলপুর পরিচ্ছেদ : ৩৫ টি

- উপন্যাসটির রচনাকাল - এপ্রিল ১৯২৫ - ২৬ এপ্রিল ১৯২৮।
- প্রথম প্রকাশ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)। আষাঢ় ১৩৩৫ থেকে আশ্বিন ১৩৩৬ [১৩৩৫ সালের কার্তিক মাস বাদ]।
- পত্রিকায় প্রকাশের তথ্য -
 - পত্রিকায় প্রকাশকালে পরিচ্ছেদগুলির কোনো ক্রমিক সংখ্যা চিহ্ন ছিল না।
 - পরিচ্ছেদের কোন উপ-শিরোনাম ছিল না।
 - সমগ্র উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল।
- প্রথম গ্রন্থকারে প্রকাশ - ১৬ আশ্বিন ১৩৩৬, ইংরাজি - ২ অক্টোবর ১৯২৯।
- প্রথম সংস্করণের বিভিন্ন তথ্য -
 - প্রকাশক - সজনীকান্ত দাস।
 - প্রকাশনা - রঞ্জন প্রকাশনালয়।
 - মুদ্রক - সজনীকান্ত দাস।
 - পরিচ্ছেদ সংখ্যা - ৪ টি। চারটি উপ-শিরোনামে বিন্যস্ত ছিল।
 - পরিচ্ছেদ সংখ্যা ও শিরোনাম
 - প্রথম - ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - বল্লালী বালাই
 - সপ্তম-ষোড়শ পরিচ্ছেদ-আম-আঁটির ভেঁপু
- সপ্তদশ - অষ্টবিংশতি - উড়ো পায়রা
- ঊনত্রিংশতি - চৌত্রিংশতি - অত্রুর সংবাদ
- দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কিত তথ্য -
 - প্রকাশকাল - আশ্বিন ১৩৩৯, ইংরাজি - সেপ্টেম্বর ১৯৩২।
 - পরিচ্ছেদ সংখ্যা - ৩৪ টি।
 - পরিচ্ছেদের শিরোনাম -
 - প্রথম - ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - বল্লালী বালাই।
 - সপ্তম - অষ্টবিংশতি - আম-আঁটির ভেঁপু।
 - ঊনত্রিংশতি-চৌত্রিংশতি - অত্রুর সংবাদ।
- ছোটদের 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কিত তথ্য -
 - প্রথম সংস্করণ :
 - প্রকাশ - শ্রাবণ ১৩৫১, ইংরাজি- ১৯৪৪
 - প্রকাশক - অপূর্বকুমার বাগচী



- মুদ্রক - মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য।

➤ আম-আঁটির ভেঁপু :

- প্রকাশ - আশ্বিন ১৩৫১, ইংরাজি -
২২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

- প্রকাশক - দিলীপকুমার গুপ্ত
- প্রকাশস্থল - সিগনেট প্রেস।
- মুদ্রক - প্রভাতচন্দ্র রায়।
- ইলাস্ট্রেশন - সত্যজিৎ রায়।

- 'সাহিত্য আকাদেমি' কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় 'পথের পাঁচালী'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়।
এছাড়া, ইংরাজি ও ফরাসি দুটি বিদেশী ভাষায় 'পথের পাঁচালী' অনুবাদিত হয়,

ভাষা	অনুবাদক	প্রকাশ	প্রকাশক
ইংরাজি	টি.ডব্লু.ক্লার্ক ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়	১৯৬৮	সাহিত্য আকাদেমি ও UNESCO যুগ্মভাবে
ফরাসি	মাদাম ফ্রাঁস ভট্টাচার্য	১৯৬৯	সাহিত্য আকাদেমি ও UNESCO যুগ্মভাবে

- ইংরাজি ও ফরাসি সংস্করণে - 'অত্রুর সংবাদ' বাদ যায়।
- রুশ ও জার্মান ভাষায় - 'আম আঁটির ভেঁপু' অনুবাদিত হয়।
- ১৯৩২ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশ উপলক্ষ্যে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে সাহিত্য সেবক সমিতি সম্বর্ধনা দেয়।
- ১০.০৯.৪০ তারিখে স্ত্রী রমা দেবীকে লেখা একটি পত্রে বিভূতিভূষণ লিখছেন -
'যখন বনগাঁয়ের বোর্ডিং-এ থেকে পড়ি, ব্যারাকপুর ছেড়ে এসে... ব্যারাকপুরের নদীতীর, গাছপালার জন্য আমার মন খারাপ হতো। ...যখন আমি ভাগলপুরে কাজ করি তখনও ব্যারাকপুরের জন্য মন কেমন করতো, তা থেকেই বোধ হয় 'পথের পাঁচালী'র উৎপত্তি।'
- ১৯৫৫ সালে উপন্যাসটিকে অবলম্বন করে সত্যজিৎ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।
- উপন্যাসের ৮ম পরিচ্ছেদটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর নবম-দশম শ্রেণির 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য' সংকলনে 'আম-আঁটির ভেঁপু' শিরোনামে পাঠ্যসূচিভুক্ত করা হয়েছে।
- ভাগলপুরে থাকা কালেই 'পথের পাঁচালী' রচিত।
- 'পথের পাঁচালী'র চরিত্র পরিচিতি -

চরিত্র	পরিচিতি	চরিত্র	পরিচিতি
--------	---------	--------	---------



অপূর্ব/ অপু	প্রধান চরিত্র	সর্বজয়া	অপু-দুর্গার মা
দুর্গা	অপুর দিদি	কুড়ুনির মা দাই	কালীপুরের পীরের দরগায় সিন্ধি চড়াবে
হরিহর রায়	অপু-দুর্গার পিতা	বিশ্বেশ্বরী	ইন্দির ঠাকুরণের মেয়ে
ইন্দির ঠাকুরণ(৭৫)	হরিহর রায়ের দূরসম্পর্কিত দিদি	বীনা	সর্বজয়ার বোন
রামচাঁদ রায়	হরিহর রায়ের পিতা	নীরেন/ নীরেন্দ্র	অন্নদা রায়ের জ্ঞাতি ভাইয়ের পুত্র, এর সঙ্গে দুর্গার বিবাহ দিতে চেয়েছিল গোকুলের স্ত্রী
রাজেশ্বর রায়	নীরেন্দ্র বা নীরেনের বাবা, অন্নদা রায়ের ভাই	গোকুল	অন্নদা রায়ের পুত্র
ব্রজ চক্রবর্তী	রামচাঁদ রায়ের শ্বশুর, চণ্ডীমণ্ডপের মালিক, নিবারণের বাবা,	গোকুলের স্ত্রী	অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ
নীলমণি রায়	রামচাঁদ রায়ের জ্ঞাতি ভাই	চন্দ্র মজুমদার	ইন্দির ঠাকুরণ-এর জামাই
বিশু রাম রায়	ডাকাত বীরু রায়ের পিতা	বীরু রায়	ডাকাত
রামচাঁদ চক্রবর্তী	নিবারণের জ্যাঠা	পতিরাম মুখুজ্জে	এঁনার বাড়ি পাশার আড্ডা বসতো।
জন লারমার	নিশ্চিন্দিপুরের নীলকুঠির ম্যানেজার	কানাই বলাই	রমানাথ গাঙ্গুলীর ছেলে
এডউইন লারমার	জন লারমারের মৃত পুত্র।	মহেশ বিশ্বাস	যার শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল
টুনু	সেজ ঠাকুরণের মেয়ে	বুধো গাড়েয়ান	বেলেডাঙ্গায় বাড়ি, দীনুপালিত বলেছিল
সতু	সেজ ঠাকুরণের দেওরের ছেলে	রাম	অনন্ত মুখুয়ের ভাইপো
অন্নদা রায়	জমিদার স্থানীয় ব্যক্তি	সখী ঠাকুরণ	অন্নদা রায়ের বিধবা ভগ্নী



পিতম কারিগর	কাঁসারির দোকানদার	আতুরি ডাইনি	দক্ষিণ মাঠের পাশে বসবাসকারী
অমলা	দুর্গার বয়সী,	নরোত্তম দাস	বাবাজি
কুঞ্জ চক্রবর্তী	অপুর পিসেমশাই	নিতম পিসি	যার মুর্শিদাবাদে বিয়ে হয়
সুজাতা	বড় বাড়ির মেয়ে	লীলা	মেজো বউ রানীর মেয়ে
অনিমা	বড়বাড়ির আর এক মেয়ে	মাতাবিয়া	সহিস

- বর্তমান সংস্করণের সমগ্র উপন্যাসটি তিনটি খণ্ড ও মোট পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। খণ্ড তিনটি যথাক্রমে বঙ্গালী বালাই, আম-আঁটির ভেঁপু ও অত্রুর সংবাদ।
- উপন্যাসের ৩৫ টি পরিচ্ছেদ। নীচে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো তুলে ধরা হল-

<u>বঙ্গালী বালাই</u> পরিচ্ছেদ ১-৬ - ইন্দির ঠাকুরনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে	
পরিচ্ছেদ	সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা
১	হরিহরের পরিবার, পূর্বপুরুষ ও নিশ্চিন্দিপুুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।
২	হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষের অভিশাপ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।
৩	ইন্দির ঠাকুরনের প্রতি সর্বজয়ার আচরণের দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট হয়েছে।
৪	অপুর বয়স দশ মাস, তার ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা।
৫	ইন্দির ঠাকুরণ বাড়ি ফিরে আসে, তার জীবনের শেষ শখ একটা চাদর।
৬	চৈত্র সংক্রান্তির মেলা বসে। ইন্দির ঠাকুরন আবার বাড়ি ফিরে আসে, কিন্তু সর্বজয়া তাড়িয়ে দেয়। ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যু।
<u>আম-আঁটির ভেঁপু</u> পরিচ্ছেদ - ৭-২৯ - অপু-দুর্গার একসাথে বেড়ে ওঠা, চঞ্চল শৈশব, দুর্গার মৃত্যু, অপুর সপরিবারে কাশীযাত্রা চিত্রিত হয়েছে	
৭	➤ ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যু ৪/৫ বছর পরের ঘটনা।





	➤ অপূর বাবার সঙ্গে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাওয়া। ➤ নীলকুঠির ম্যানেজার জন লারমারের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।
৮	অপু ও দুর্গার রান্নাবাটি খেলার বৃত্তান্ত।
৯	অপূর মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কিত কল্পনা ও ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির বৃত্তান্ত।
১০	দুর্গা টুনুর মালা চুরি করেছিল। অপূর কাছে কি কি বই আছে তার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।
১১	দুর্গা পুণ্যপুকুর ব্রত পালন।
১২	অপূর্বর বয়স আট। ভুবন মুখুজে মিত্যে বলে হরিহরের বাগান নিয়ে নেয়।
১৩	কালবৈশাখী ঝড়ের সময় দুর্গা ও অপূর আম কুড়ানো।
১৪	প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় অপূর শিক্ষা ও প্রসঙ্গক্রমে বুধো গাড়োয়ানের বৃত্তান্ত।
১৫	পিতম কাঁসারির ছলনা ও অপূর আতুরি ডাইনির সামনে পড়া।
১৬	অপু প্রথম বাবা হরিহরের সাথে গ্রামের বাইরে ঘুরতে যায়।
১৭	তমরেজ ও অনন্দা রায় বৃত্তান্ত
১৮	জেলে পাড়ার ছেলেদের সাথে অপূর কড়ি খেলা ও ঝগড়া মারামারি এবং নীরেনের প্রসঙ্গ।
১৯	অপূর শকুনের ডিম সংগ্রহের বৃত্তান্ত।
২০	নরোত্তম বাবাজির সঙ্গে অপূর ভাব ও অপু দুর্গার চড়ুইভাতি।
২১	গোকুল ও নীরেনের মতান্তর ও নীরেনের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া।
২২	চড়ক উপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহ।
২৩	নিশ্চিন্দিপু্রে যাত্রা এবং যাত্রাদলের অজয়ের সাথে অপূর পরিচয় হয়।
২৪	হরিহরের অনুপস্থিতি। দুর্গার বারবার জ্বরে পড়া।
২৫	হরিহরের অনুপস্থিতিতে সর্বজয়া তার সর্বস্ব দিয়ে সংসার কে বাঁচানোর চেষ্টা। দুর্গার মৃত্যু।
২৬	নিশ্চিন্দিপুরের দুর্গাপূজো এবং হরিহর রায়ের অপু দুর্গার জন্য উপহার কিনে বাড়ি ফেরে।
২৭	হরিহরের জ্ঞাতি ভ্রাতা নীলমণি রায়ের স্ত্রীর নিশ্চিন্দিপু্রে আগমন ও তৎসমূহ বৃত্তান্ত।





২৮	কাশী যাওয়ার আয়োজন এবং অপু সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিতে যায়।
২৯	অপুরা কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা।
অত্রুর সংবাদ ৩০-৩৫ - অপুদের কাশী জীবন, হরিহরের মৃত্যু, সর্বজয়ার কাজের জন্য কাশীত্যাগ এবং পরিশেষে নিশ্চিন্দপুরের স্মৃতি চারণের মধ্যে দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি।	
৩০	কাশী যাওয়ার ট্রেন যাত্রাপথের বৃত্তান্ত। কাশী বাসের প্রথম কিছুদিন।
৩১	কথক ঠাকুর প্রসঙ্গ ও হরিহরের মৃত্যু।
৩২	সর্বজয়ার বড়লোক বাড়িতে রান্নার কাজে যোগদান ও সেই বাড়ির বিবাহ উৎসব বর্ণিত হয়েছে।
৩৩	বড় বাড়ির উৎসব এবং সুজাতা ও লীলার প্রসঙ্গ। সর্বজয়ার স্মৃতিতে ইন্দির ঠাকুরন।
৩৪	লীলা ও অপুর বন্ধুত্ব।
৩৫	➤ অপুর উপনয়ন। ➤ লীলার কলকাতায় চলে যাওয়া ও অপুর স্কুল জীবন বৃত্তান্ত। ➤ অপুর স্মৃতিতে ফেলে আসা নিশ্চিন্দপুর।

বল্লালী বালাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

- প্রেক্ষাপট নিশ্চিন্দপুর।
- নিশ্চিন্দপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হরিহর রায়ের বাড়ি।
- হরিহর রায়ের দূর সম্পর্কীয় দিদি → ইন্দির ঠাকুরন।
- একাদশীর পরদিন সকালবেলা ইন্দির ঠাকুরণ খাচ্ছিল → চালভাজার গুড়ো।
- হরিহরের মেয়ের বয়স → ছয় বৎসর।
- ইন্দির ঠাকুরন ছোটো দুর্গার হাতে দিয়েছিল → বড় বীচে কলার অর্ধেক।
- ইন্দির ঠাকুরন হরিহরের মামাবাড়ি সম্পর্কের বোন।



- হরিহর রায়ের পূর্ব পুরুষের আদিবাড়ি→যশড়া বিষ্ণুপুর।
- হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায়।
- রামচাঁদ তার শ্বশুরের টোলে পড়তো→সংস্কৃত।
- রামচাঁদ কাদের আড্ডায় অধিকাংশ সময় কাটাত → পতিরাম মুখুয়ের পাশার আড্ডায়।
- রামচাঁদ রায়ের শ্বশুরের নাম → ব্রজো চক্রবর্তী।
- রামচাঁদ রায়ের জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে → নীলমণি রায়।
- চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে যাদের নতুন কলমের বাগান হয়েছিল→সতীনাথ মুখুয়ের।
- ১২৪০ সালের ছিপছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী আজ ৭৫ বছর বয়সী ইন্দির ঠাকুরণ।
- কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন গ্রামশুদ্ধ লোক যেখানে খেত → ব্রজো চক্রবর্তীর বাড়ির যে জায়গাটা আজ জঙ্গলে ঢাকা।
- জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, এবং প্রতি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জলখাবার খাওয়াতো ইন্দির ঠাকুরণকে সে হল→ রায়বাড়ির মেজ বৌ।
- হরিহরের পিতার মৃত্যুর পর তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে রেখে ৮-১০ বছরের জন্য হরিহর নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।
- সেই সময় মাঝে মাঝে ইন্দিরঠাকুরণের নামে হরিহর ২-৫ টাকার মানি অর্ডার করত।
- এখন হরিহর ছয় সাত বছর সংসার পেতেছে।
- ইন্দির ঠাকুরণের সম্পত্তি বলতে→একটি পিতলের ঘটি ও কাপড়ের পুটুলি।
- ইন্দির ঠাকুরণ বাড়ি থেকে চলে যাবার পর যেখানে বসে সময় কাটাত → বাঁশবন।
- ইন্দির ঠাকুরণ বেতের পেঁটারায় কতগুলো লালপাড় ছেঁড়া শাড়ি-সেগুলো → তার মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর।
- ইন্দিরঠাকুরণের ঘরে ছিল -
 - একটা বাঁশের আলনায় খান ২ ময়লা কাপড়।
 - একটা পিতলের ঘটি, একটা মাটির ছোবা,
 - গোটা দুই মাটির ভাঁড়।
 - একটি ঘটিতে চালভাজা। মাটির ভাঁড়ে নুন, সামান্য তেল, সামান্য গুড় (খেজুরের)।
- ‘ও ললিতে চাঁপাকলিতে একটা কথা শুনসে,



রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে-’→ইন্দির ঠাকুরণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

- হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান→যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী বংশ চৌধুরীরা নিষ্কর যে ভূমি দান করে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে বসিয়ে ছিল সেখানে।
- তার পূর্বপুরুষ→বিষ্ণুরাম রায়।
- বাংলাদেশের বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি - ডাকাতি করে অর্থ সংগ্ৰহ করা।
- ডাকাতি করে অর্থ সংগ্ৰহ করেছে→বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়।
- লাঠিয়াল ও ঠ্যাঙাড়োদের আড্ডা ছিল→নিশ্চিন্দিপুরের উত্তরে চুয়াডাঙ্গা থেকে নবাবগঞ্জ থেকে টাকি যাওয়ার রাস্তায় সোনাডাঙ্গার মাঠে ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে।
- পূর্বদেশীয় এক ব্রাহ্মণ ঠাকুরঝি পুকুরে ডাকাতদের হাতে পড়ে। সে তার বালক পুত্রকে সঙ্গে করে কালীগঞ্জ থেকে শ্রীপুরে নিজের দেশে ফিরছিল। তার মেয়ের বিয়ে উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য।
- সেই ব্রাহ্মণ হরিদাসপুরের চটিতে আহরাদি করে পাচঁক্রেস দুরে নবাবগঞ্জে রাত্রি যাপন করবে ভেবেছিল।
- বাংলা ১২৩৮ সাল, বীরু রায় তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিল।
- বীরুরায়ের শ্বশুর বাড়ি→হলুদবেড়ে।
- নকীপুরের নিচের বড় নোনা গাঙ পাড় হয়ে মধুমতীতে পড়বার পর দুদিনের জোয়ারের পর তবে দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইচ্ছামতীতে পড়তে হয়।-সেখান থেকে চারদিন পর নিজগ্রাম।
- বীরু রায়ের পুত্রকে কাশবনের চড়ে কুমিরে খেয়েছিল।
- হরিহরের মা তারকেশ্বরে এক সন্ন্যাসীর থেকে একটা মাদুলি নিয়ে এসেছিল তারপর থেকে ব্রাহ্মণ বংশের অভিশাপ দূর হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

- ইন্দিরঠাকুরণ রাগ করে দুই মাস তার আত্মীয়ের বাড়ি ছিল।
- কুড়ুনীর মা দাই যেখানে সিন্ধি চড়াবেন বলেছিলো→কানপুরের পীরের দরগায়।
- ইন্দিরঠাকুরণ পুঁটলি হাতে করে বাড়ি ফিরছে সর্বজয়াকে এ খবর দেয় হরিপালিতের মেয়ে।
- ইন্দিরঠাকুরণ যাদের বাড়িতে এসে বসেছিল→চক্কোতি মশাই।





- ইন্দিরঠাকুরণের স্বামী যতবার তাদের বাড়ি এসেছিল→তিনবার।
- ইন্দিরঠাকুরণের স্বামী চিনির ডেলার মত এক ধরনের খাবার যেবার এনেছিল তখন বিশ্বেশরীর বয়স দু'বছর।
- ইন্দিরঠাকুরণের শ্বশুর বাড়ির দেশ থেকে চিঠি এসেছিল তার স্বামীর মৃত্যুর খবরের জন্য। সেই চিঠি পড়েছিল ব্রজকাকার চণ্ডীমণ্ডপে। তখন সেখানে উপস্থিত ছিল→ন-জ্যাঠা,মেজো-জ্যাঠা, ব্রজকাকা, পতিত রায়ের ভাই যদু রায়, গোলকের সম্বন্ধি ভজহরি। চিঠি পড়ে ছিল সেজো জ্যাঠা।
- ব্রজকাকার ছেলে→নিবারন, ১৬ বছর
- নিবারণ মারা যায় জ্বরে। চতুর্থ দিন রাত্রে।
- তাকে চিকিৎসা করত ঈশান কবিরাজ।
- নিবারনের জ্যাঠা→রামচাঁদ চক্রবর্তী।
- 'তুই চলে গেলে আমার কি দশা হবে? বুড়ো বয়সে কোথায় যাব মা'?→রামচাঁদ চক্রবর্তী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

- অপূর বয়স দশ মাস।
- 'নীচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে।
- 'আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাভ, আছি একটা কাজ নিয়ো' → হরিহর।
- দশ মাসের অপূকে দেখে হরিহরের সর্বজয়ার কথা মনে পড়ে। যে সর্বজয়াকে সে দীর্ঘ দশ বছর পর পশ্চিম থেকে ফিরে এসে দেখেছিল।
- পশ্চিম থেকে ফিরে হরিহর যেদিন প্রথম শ্বশুর বাড়ি যায়, সেদিন রাত্রে সর্বজয়া তার মা'য়ের একটা লাল পাড় মটকা শাড়ি পড়ে ঘরে এসেছিল।
- সর্বজয়ার বোন→ বীনা। তার বিয়ে হয়েছিল কুড়ুলে বিনোদপুর। বড়ো গাও, মধুমতির ধারে।
- 'পরশু আবার আমার বকুল ফুলের বাড়ি তোমায় নেমন্তন্ন করেছে'→ সর্বজয়া, হরিহর কে। বকুলফুল সর্বজয়ার সই।
- গভীর রাত্রে যে গাছে রাতজাগা পাখি ডাকছিল → সজনে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ





- ইন্দিরঠাকুরণ ফিরে এসেছে → ৬-৭ মাস।
- সর্বজয়ার ইন্দির ঠাকুরণের উপর রাগের একটি কারণ – ‘আজকাল তাহার আরও মনে হয় যে ঐ বুড়িডাইনি সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালোবাসে’।
- ইন্দির ঠাকুরণের জামাই বাড়ি → ৬ ক্রোশ দূরে ভান্ডারহাটিতে।
- জামাইয়ের নাম→ চন্দ্র মজুমদার।
- জামাইয়ের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে → ৩৫-৩৬ বছর।
- চন্দ্র মজুমদারের বাড়ির সংসারের গৃহিণী→ বিধবা মেয়ে ও বড় পুত্রবধূ।
- মজুমদার মশায়ের→ তিনটি পুত্রবধূ, তিন-চারটি নাতি- নাতনী।
- মজুমদার মশায়ের মেয়ে→ হৈমবতী (বিধবা বড় মেয়ে)
- ইন্দির ঠাকুরণকে সে নিজের হাতে ফল কেটে খাইয়েছিল→হৈমবতী।
- দশ-বারো দিন পর থেকেই চন্দ্র মজুমদারের সংসার ইন্দির ঠাকুরণের কাছে নতুন নতুন লাগতে থাকে।
- ইন্দিরঠাকুরণ কুড়ি দিন পর বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়েছিল, তার জামাই বাড়ি থেকে।
- ইন্দিরঠাকুরণ শীতের সময় যার কাছে শীতবস্ত্র চেয়েছিল → রামনাথ গাঙ্গুলী।
- ইন্দিরঠাকুরণকে কুষ্টিয়ার রাঙা ছিটের সুতির চাদর একখানা এনে দিয়েছিল।
- চাদরের দাম বলে ছিল→সাড়ে ন’আনা।
- চাদরটি কিনেছিল নবাবগঞ্জ-এর হাট থেকে।
- নবাবগঞ্জ থেকে বুধবার চাদরটি এনেছিল রামনাথ গাঙ্গুলীকে।
- রামনাথ গাঙ্গুলির ছেলে → কানাই বলাই। ইন্দির ঠাকুরণ চাদর পেয়ে এদের আশীর্বাদ করেছিল।
- ইন্দিরঠাকুরণ যার কাছে গায়ের চাদর চেয়েছিল → অন্নদার কাছে → তিন বছর ধরে।
- ‘সখটা মিটিয়ে নি কড়া দিনই আর বা?’→ইন্দিরঠাকুরণ→এখানে শখ হল চাদরের।
- "লাথি ঝাঁটা পায়ের তল,
ভাত পাথরটা বুকের বল" -সেকালের ছড়া। (চাদর চাওয়ার কারণে সর্বজয়া রাগ করলে ইন্দির ঠাকুরণ তা গায়ে মেখে, এই ছড়া আওড়ায়)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

- দাসীঠাকুরণ কিসের জন্য পয়সা চাইতে এসেছিল → ইন্দিরঠাকুরণ নোনা এসেছিল তাই।





- ‘ঘোর ব্যবসাদার মানুষ’ → দাসী ঠাকুরণ।
- দাসী ঠাকুরণ নোনার দাম সকলের থেকে নেয় → চার পয়সা। তবে ইন্দির ঠাকুরণের কাছে দু’পয়সা চেয়েছিল।
- ‘শখের পয়সা নিজ থেকে নিয়ে দাওগে যাও, পরের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না?’→সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকুরনকে। দাসী ঠাকুরণ নোনার জন্য দাম চাইতে এলে।
- নোনার দাম হিসাবে দূর্গা দাসী ঠাকুরণ কে এক পয়সা দিতে চেয়েছিল।
- নোনার দামের পর ঝামেলা করে ইন্দিরঠাকুরন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল নবীন ঘোষালের বাড়িতে।
- নবীন ঘোষালের বাড়ি মাস দুই থাকার পর সেখানে গিয়েছিল→তিনকড়ি ঘোষাল ও পূর্ণ চক্রবর্তীর বাড়ি।
- ইন্দিরঠাকুরের জন্য যেখানে পাড়ার লোক থাকার ব্যবস্থা করে→পূর্ব পাড়ার চিন্তে গয়লানীর চালা ঘরে।
- গৌঁসাইপাড়ায় চড়কের মেলা বসে→চৈত্র সংক্রান্তির দিন।
- ইন্দির ঠাকুরণ তার পিতলের ঘটি চার আনা বাঁধা দিয়েছিল।
- চড়কের মেলা থেকে খুকি ইন্দির ঠাকুরনের জন্য এনেছিল → দু পয়সার মুড়কি আর দুটো কদমা।
- মেলা থেকে খোকার জন্য এনেছিলো একটা কাঠের পুতুল।
- চড়কের মেলা থেকে ফেরার পথে দূর্গা ইন্দির ঠাকুরণের কাছে এসেছিল তাদের পাড়ার বেহারি চক্কোত্তির মেয়ে রাজীর সঙ্গে।
- ‘এ বাড়ি আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না, সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েছি’→ সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকুরনকে।
- সর্বজয়া তাড়িয়ে দেওয়ার পর ইন্দিরঠাকুরন যেখানে সারা দুপুর শুয়ে ছিল→পালিতদের গোয়াল ঘরে।
- ইন্দিরঠাকুরন মারা যাওয়ার আগে তার মুখে গঙ্গাজল দিয়েছিল→দীনু চক্রবর্তীর বড় ছেলে ফনী।
- ফনী তার হাতের বৈচি লাঠি যার হাতে দিয়েছিল→বিশু পলিতের হাতে।
- ‘ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল’।





NET-SET ONLINE COURSE



PDF

- বারে বারে যাতে টেক্সট পড়তে না হয় সেইভাবে নোটগুলোকে সাজানো হয়েছে।
- তথ্যগুলো মনেরাখার সুবিধার্থে বিভিন্ন চার্টের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

VIDEO

- প্রতিটি জটিল বিষয়কে ভিডিওর মতো আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো যতবার ইচ্ছা দেখা যেতে পারে।
- প্রতিটি ইউনিট থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসে, কীভাবে সেই ইউনিটকে পড়তে হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা।

MOCK TEST

- প্রতিটি টপিক, প্রতিটি ইউনিটই এবং পুরো সিলেবাস জুড়ে একাধিক test থাকবে।
- প্রতিটি প্রশ্নকে nta-র মানকে মাথায় রেখে করা হয়েছে, পরীক্ষাগুলো যতবার ইচ্ছা দেওয়া যাবে।

ONLINE CLASS

- প্রতি সপ্তাহে একদিন করে অনলাইন ক্লাস থাকবে, ডাউট ক্লিয়ার করার জন্য।
- সেই সপ্তাহে আপনি কেমন পড়াশোনা করেছেন সে বিষয়ে খবরাখবর নেওয়া হবে।

Target Sheet

- প্রতিটি ইউনিট শুরু করার পূর্বে টার্গেট শীট দেওয়া হবে, যেখানে প্রতিদিনের কাজ নির্দিষ্ট থাকবে।
- নির্দিষ্ট সময়ের আগে সিলেবাস শেষ করতে হলে টার্গেট শীট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

SUPPORT

- যেকোন সমস্যায় আমাদের পুরো টিম আপনার পাশে থাকবে নিরন্তর।

General Paper এর ক্ষেত্রেও বিষয়গুলো উপরের বিষয়ের মত একই থাকছে। তাছাড়া -

- ❖ ইংরাজি ও বাংলাতে ভিডিও এবং নোটগুলো হবে। যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন রকম সমস্যা না হয়।
- ❖ জেনারেল পেপারের জন্য অল্প সময়ে খুব সহজেই(আমাদের নোটের ধরণ অনুযায়ী) সিলেবাস complete হবে।





NET – SET ONLINE COURSE

বাংলা সাহিত্য

কোর্সটিতে যা যা থাকছে, তার তালিকা

9123669664 / 7980456874

	U-1 ভাষাতত্ত্ব	U-2 প্রাণাধুনিক সাহিত্য	U-3 কবিতা	U-4 উপন্যাস	U-5 ছোটগল্প	U-6 নাটক	U-7 প্রবন্ধ	U-8 রবীন্দ্র সাহিত্য	U-9 ছন্দ- অলংকার	U-10 কাব্যজ্ঞ	TOTAL
PDF NOTE	17	16	13	11	16	10	12	14	7	13	129+
VIDEO CLASS	18	17	14	12	17	11	13	15	20+	14+	151+
MOCK TEST	20	19	16	14	19	13	15	17	10	15	163+
MEET CLASS	1 or 2	1 or 2	1 or 2	1 or 2	1 or 2	1 or 2	1 or 2	1 or 2	1 or 2	1 or 2	Ap. 20 - 30

CONTACT US

👉 Bengali Net/Set Course Demo - <https://bit.ly/2RPinMD>

👉 General Paper Demo Link - <https://bit.ly/3dKmBhe>

👉 YouTube - <https://bit.ly/2PgDAOC>

👉 WhatsApp – 9123669664

👉 Phone – 9123669664/7980456874

Demo-link এ ক্লিক
করে PDF NOTE,
VIDEO CLASS,
MOCK TEST,
ONLINE CLASS –
ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখে
নিতে পারবেন।



BENGALIALLINONE.COM



BENGALI ALL IN ONE



/BENGALIALLINONE

NET – SET ONLINE COURSE

বাংলা সাহিত্য

কোর্সটিতে যা যা থাকছে, তার তালিকা

9123669664 / 7980456874

PDF NOTE
129+

Video Class
151+

Mock Test
165+

Meet Class
20-30

প্রতিদিনের নির্দিষ্ট রুটিনের মধ্যে দিয়ে আমরা পুরো সিলেবাসটাকে শেষ করব। যেকোন রকম প্রয়োজনে আমাদের পুরো টিম আপনার পাশে থাকবে নিরন্তর।